পূর্ণকামং নিজলাভেন নিত্যদা। প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ প্রোচুর্হর্ষগদ্গদয়া গিরা। পিতরং সর্ব্বসুহৃদমবিতারমিবার্ভকাঃ ॥ ১৪৩ ॥

তত্র দ্বারকায়াম্। রবেরুপহাররূপং দীপমাদৃতবন্তো জনা ইবেত্যর্থঃ। এবং স্তুত্যাদিকমপি তৎ প্রীণনতামর্হতি ইত্যাহ প্রীত্যেতি। পিতরমর্ভকা ইবেতিদৃষ্টান্তঃ। তস্য প্রীতাবসাধারণং গুণবিশেষমপ্যাহ সর্ব্বসুহৃদমিতি। সর্ব্বসুহৃত্বে লিঙ্গম্ অবিতার মিতি। তথা আত্মারামপূর্ণকামত্বেঽপি তাদৃশস্য স্বসম্বন্ধাভিমানিপ্রীতিমৎপুত্রাদিষু প্রীতিবিশেষোদয়ো যথা দৃশ্যতে তথা তেষু তং প্রীতিমন্তমিত্যর্থঃ। এবং কল্পতরু-দৃষ্টান্তেঽপি ভগবতো ভক্তিবিষয়িকা কৃপা যথার্থমেবোপপদ্যতে, যে খলু সহজতৎপ্রীতি মেবাত্মনি প্রার্থয়মানা ভজন্তে তেভ্যস্তদ্দানযাথার্থ্যস্যাবশ্যকত্বাৎ। তস্মাদস্ত্যেবানন্দ-রূপস্যাপি ভক্তাবানন্দোল্লাস ইতি। ।১।১। শ্রীসূতঃ ॥ ১৪৩ ॥

অতএব, যদ্যপি শ্রীভগবান্ পরমানন্দস্বরূপ বলিয়াই নিজ স্বরূপানন্দেই সতত রমণ করেন, এইজন্য তিনি আত্মারাম এবং পূর্ণকাম ; তথাপি ক্ষুদ্র গুণসম্পন্ন বস্তু ও তাঁহার সন্তোষ সম্পাদনে যোগ্য হইয়া থাকে—ইহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন। শ্রীদ্বারকাবাসী প্রজাগণ যদ্যপি জানিতেন শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম এবং পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া সর্ব্বদাই পূর্ণকাম, তথাপি সূর্য্যপূজায় দীপ প্রদানের ন্যায় দ্বারকাবাসী প্রজাগণ সেইস্থানে বিবিধ উপহার আনয়ন করিলেন এবং বালকগণ যেমন পিতাকে প্রীতিমাখা হৃদয়ে অনেক কথা বলে, তেমনি তাহারা প্রীতিপ্রফুল্ল-বদনে হর্ষগদ্গদবাক্যে সর্ব্ব-লোকের সুহৃৎ এবং রক্ষক সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন। এইস্থানের অভিপ্রায় এই যে—যদ্যপি শ্রীভগবান্ পরম আনন্দস্বরূপ, তথাপি ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে স্তব করিলে তিনি সন্তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—বালকগণ যেমন পরমবিজ্ঞ পিতাকে কলবাক্যে তাৎপর্য্যশূন্য অনেক কথা বলে, তাহাতেই পিতা পরম বিজ্ঞ হইলেও "অমৃতং বালভাষিতম"—এই উক্তির ভাবে সন্তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন, তেমনি শ্রীভগবান্ "সাম্বৎ"-শক্তির পতি হইয়াও নিজভক্তের 'প্রেমে ভাঙ্গা কণ্ঠে' কৃত স্তুতিতেও সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ যে ভক্তকৃত স্তুতিতে সন্তুষ্টিলাভ করেন, সে বিষয়ে তাঁহার একটি অসাধারণ গুণবিশেষও বলিতেছেন—"সর্ব্বসুহৃদম্" অর্থাৎ তিনি জীবমাত্রেরই হিতকারী বন্ধু। তিনি যে সকলেরই সুহৃৎ, সে বিষয়ে একটি চিহ্নও উল্লেখ করিতেছেন—"অবিতারম্" অর্থাৎ তিনি সকলেরই রক্ষক। অতএব, তিনি আত্মারাম ও পূর্ণকাম হইয়াও নিজ সম্বন্ধাভিমানী প্রীতিযুক্ত পুত্রাদিতে যেমন পিতা প্রভৃতির প্রীতিবিশেষের উদয় দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনিভাবে শ্রীভগবানের সহিত দাস, সখা প্রভৃতি সম্বন্ধের অভিমানকারী, অথচ